নাটক

জতুগৃহে যারা মরেছিল

দেবল বসু

© দেবল বসু

Landline: 26855075

Mob: 9836304683

Email: debal02@gmail.com

ভূমিকা

জতুগৃহেও যারা মরেনি তাদের কথা আমরা জানি। কিন্তু জতুগৃহে যারা মরেছিল? 'জতুগৃহে কুন্তী সহ পঞ্চ পান্ডব পুড়ে মরেছে' –শুধুমাত্র এই মিথ্যাটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলে তাদের পলায়ন ও আত্মগোপনকে আড়াল করতে যাদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল? মহাভারতকার জানতেন আমরা এ ব্যাপারে বিশেষ মাথা ঘামাব না বা প্রশ্ন তুলব না, যদি ওরা আদিবাসী, উপজাতি বা ঐ রকম কোন 'অপর' হয়। তাই ওরা নিষাদ। সহজে বলিযোগ্য, উচ্চ বর্গের অধিক 'তাৎপর্যপূর্ণ' মহাভারতীয় ইতিহাস রচনায়। রামায়ণ, মহাভারতের নানা কাহিনীতেই রয়েছে আদিবাসী 'জনজাতি'-দের প্রতি ভারতীয় উচ্চবর্গীয় সমাজের চিরাচরিত মনোভাব ও ব্যবহারের প্রতিফলন। জতুগৃহের কাহিনী তেমনই একটি। দুর্যোধন রচিত ভয়ঙ্কর মরণ ফাঁদ থেকে কুন্তী সহ পঞ্চ পান্ডবের চমকপ্রদ পলায়ন কাহিনীর তলায় চাপা পড়ে থাকা নিষাদ কথাটি উত্থাপন করার একটি সামান্য প্রচেষ্টা এই নাটক।

জতুগৃহে যারা মরেছিল

।প্রথম দৃশ্য।

(বারণাবতের জতুগৃহ প্রাঙ্গণ। কয়েকটি ধাপে বিভক্ত মঞ্চ। সব থেকে উপরের ধাপটি সব থেকে প্রশস্ত।

উপরের ধাপের সামনের দিকে ভীম ও সহদেব কুস্তির প্যাঁচে আবদ্ধ। মঞ্চের পিছনের দিকে বেদীতে বসে যুধিষ্ঠির ও অর্জুন সকৌতুকে কুস্তি দেখছে।

মঞ্চের সামনের নিচু অংশে কয়েকজন বারণাবত বাসী, দর্শকের দিকে পিছন ফিরে বসে, দাঁড়িয়ে, সাগ্রহে কুস্তি দেখছে, এবং নিজেদের মধ্যে নানা মন্তব্য বিনিময় করছে।

কুস্তি খেলার অংশটি নৃত্যছন্দে শারীরিক কসরত সহযোগে অভিনীত হয়।

[প্রয়োজনে ভীম, নকুল ও সহদেবের ভূমিকায় নৃত্য ও কসরৎ পটু বিকল্প শিল্পী অভিনয় করতে পারে। সেক্ষেত্রে ভীম যখন দুই ভাইকে কাঁধে নিয়ে বেদীর পিছন দিয়ে ঘুরে আসে সেই সময় অভিনেতা বদল হতে পারে।])

নকুল ।। দেখো সহদেব, পরাজয়টা যেন বালসুলভ না হয়।

ভীম ।। বটে! তবে তুইও আয়...... ভীম পাশে!

(ভীম চকিতে সহদেবকে এক হাতে তুলে নিয়ে দ্রুতবেগে লাফিয়ে গিয়ে নকুলকে অন্য হাতে জাপটে ধরে, দুজনকে একসঙ্গে কুস্তির প্যাঁচে আবদ্ধ করে। দুই ভাই একই সঙ্গে ভীম পাশ থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ভীম দুই ভাইকে ধরাশায়ী করে এক সঙ্গে চেপে ধরে, তারপর কয়েক ধাপ কসরতে দুজনকে এক সঙ্গে কাঁধে তুলে নেয় ও নেচে নেচে চারপাশে ঘুরপাক খায়।

বারণাবত বাসী দর্শকেরা হাততালি দেয়।

যুধিষ্ঠির ও অর্জুন হাততালি দেয়।

নকুল ও সহদেব ভীমের কাঁধে চেপে হাততালি দেয়।

ভীম হাততালি দেয়।

অন্দরমহলের দরজায় কুন্তীকে দেখা যায়। কুন্তী হাসিমুখে সকলকে দেখে। সকলে কুন্তীকে দেখে একসঙ্গে হাততালি দেয়।

এই সময়ে হাততালি দিতে দিতে প্রবেশ করে মধ্যবয়স্ক পুরন্দর। ভীম দুই ভাইকে কাঁধ থেকে নামিয়ে করজোড়ে মাথা নত করে পুরন্দরের অভিবাদন গ্রহন করে। নকুল ও সহদেব একই ভাবে পুরন্দরকে নমস্কার করে।

কুন্তী অন্দরে ফিরে যায়।

যুধিষ্ঠির ও অর্জুন বেদী থেকে নেমে এসে পুরন্দরকে নমস্কার করে।)

পুরোচন।। আজ আপনারা নগরভ্রমনে বা মৃগয়ায় বার হন নি?

যুধিষ্ঠির।। আজ্ঞে, গত কয়েক দিনের অতি ভ্রমনে আমরা কিছুটা ক্লান্ত, তাই......

পুরোচন।। বারণাবতে দক্ষ দেহমর্দ্দনকারী কিঙ্কর পাওয়া যায় - দৈহিক ক্লান্তি দূর করতে সিদ্ধহস্ত। এমন দু এক জনকে পাঠিয়ে দেব? আমি নগর কেন্দ্রে যাচ্ছি।

যুধিষ্ঠির।। না, না, সে সবের প্রয়োজন নেই।

পুরোচন।। তা হলে অন্য ...প্রয়োজনীয় কিছু?

যুধিষ্ঠির।। না, প্রয়োজনীয় সব কিছুরই ব্যবস্থা আপনি এখানে করে রেখেছেন, কোন কিছুরই অভাব নেই।

পুরোচন।। *(করজোড়ে বিদায় নেয়)* তা হলে আমি আসি?

(পান্ডবরা করজোড়ে মাথা নত করে বিদায় জানায়। পুরোচন*যে দিক থেকে এসেছিল তার বিপরীত দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়।*

যুধিষ্ঠির পুরোচন*যে দিকে গেছে সে দিকে তাকিয়ে থাকে।তাকে দেখে অন্যরাও সে দিকে তাকায়।*

ভীম মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে।

নকুল ও সহদেব মাটিতে বসে।

যুধিষ্ঠির ও অর্জুন আবার বেদিতে গিয়ে বসে।

বৃদ্ধ নাগরিক।। তোরা তো পঞ্চ পান্ডবকে দেখছিস। আমি দেখেছিলাম মহারাজা পান্ডুকে।

তরুন নাগরিক।। শুরু হল দাদুর গল্প।

বৃদ্ধ ।। সে অনেককাল আগে, তখন আমার বয়স...... ঐ সহদেবের মত। মৃগয়া করে ফিরছিলেন। সে এক দেখবার মত ব্যাপার –সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, সাজ-শয্যা, রথ-রথী, কাড়া-নাকাড়া......

তরুন ।। চলেছে তো চলেছেই......*(নীচু স্বরে)* বর্ণনা। *(কয়েক জন হাসে)*

বৃদ্ধ ।। না, থামল ....সেই *(আঙ্গুল দিয়ে দিক নির্দেশ করে)* গঙ্গার ধারে। রাত্রে শিবির করে রইল। পরদিন সকালে তো সারা নগর ভেঙ্গে পড়ল গঙ্গার ধারে......

তরুন ।। এই রে......

বৃদ্ধ ।। না, না, মহারাজা পান্ডু খুব খুশী হয়ে সকলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে অভাব অভিযোগ শুনলেন, মহানাগরিককে নির্দেশ দিলেন সে সবের প্রতিকার করতে, দুস্থ-অভাবগ্রস্থদের নিজ হাতে একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা দান করলেন......

তরুন ।। আর তোমাকে?

বৃদ্ধ ।। আমাকে? কেন? আমাদের কি কোন অভাব ছিল? যাই হোক, যেটা বলতে চাই তা হল - মহারাজা পান্ডু গত হয়েছেন অনেক দিন, এখন তাঁর বড় ছেলে যুবরাজ যুধিষ্ঠির রাজা হোন, এটাই চাই।

তরুন ।। ব্যাস, দাদু বলে দিয়েছে –এর ওপরে আর কোন কথা নেই।

তৃতীয় নাগরিক।। কথা হচ্ছে...... আমরা সবাই চাই... ঠিকই, কিন্তু... আমরা কারা? আমরা যা চাই সব হয়?

বৃদ্ধ ।। না হলেও...... যা চাইবার তা জোর গলায় চাইতে হবে, হ্যাঁ ...বারবার চাইতে হবে, তবেই একদিন না একদিন হবে।

তরুন ।। চল হে তবে...*(চলতে শুরু করে, সুর করে গেয়ে ওঠে)*

হবেই হবে

আর কি তবে?

হবেই হবে।

একদিন না একদিন

(সবাই চলতে চলতে গলা মেলায়) হবেই হবে......

(পুরবাসীর দল বাঁ দিক দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়।

মঞ্চের উঁচু অংশ আলোকিত হয়।

ভীম একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বসার ভঙ্গী বদল করে।

অর্জুন একটি বিশাল দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সামনের দিকে আসে)

অর্জুন ।। কিন্তু.........এ সব আর কতদিন? শিবক্ষেত্র বারণাবতে ভ্রমন, অবসর যাপন তো অনেক হল। আর কোন উদ্দেশ্যে আমরা এখানে কালক্ষেপ করছি? *(দূর থেকে মৃদঙ্গের তালবাদ্য শোনা যায়।)* আমরা কি নির্বাসিত?

ভীম ।। একই প্রশ্ন আমারও । কী জন্য আমরা অপেক্ষা করছি?

যুধিষ্ঠির।। *(বেদী থেকে উঠে এগিয়ে আসে)* আমরা অপেক্ষা করছি .... প্রশ্নের সঠিক উত্তরের।

(মৃদঙ্গের তালবাদ্য ক্রমশ এগিয়ে আসে।)

ভীম ।। হাঃ......... প্রশ্ন ও উত্তর চক্রাকারে ধাবিত...... পরস্পরের দিকে!

(মৃদঙ্গ বাদক স্বয়ং মঞ্চে প্রবেশ করে। গলায় ঝোলান মৃদঙ্গ ছাড়াও তার কাঁধে একটি বড় ঝোলা। আরও কয়েক মুহূর্ত বাজনার পর সে ধ্রুপদাঙ্গের গান ধরে।)

গায়ক।।

ধ্রুপদ –ভৈরব।

দহনপ্রিয় মোহন গৃহ,

এ দেহ নশ্বর হে।

দেহাতীত সুর সঙ্গীত

ধ্বনিত কলেবর হে।

সঙ্গীত স্বর কর অনুসর,

মুক্ত কর এ প্রাণ হে।

গভীরতর সরণী ধর,

এ দেহ কর ত্রাণ হে।

দহনপ্রিয় মোহন গৃহ,

এ দেহ কর ত্রাণ হে।।

গৃহস্থের কল্যান হোক।

(যুধিষ্ঠির বেদী থেকে নেমে গায়ককে করজোড়ে নমস্কার করে। অন্য চারজনও একই ভাবে নমস্কার করে।

অন্দরমহলের দরজায় আবার কুন্তীকে দেখা যায়। সকলেই সে দিকে ফিরে তাকায়।

যুধিষ্ঠির কুন্তীর দিকে এগিয়ে যায়।)

কুন্তী।। অতিথিকে বল উনি যেন এখানেই আহারাদি সম্পন্ন করেন।

যুধিষ্ঠির।। অবশ্যই। *(কুন্তী সন্তুষ্টিসূচক ভঙ্গী করে অন্দরে চলে যায়। যুধিষ্ঠির গায়কের কাছে ফিরে আসে)* আপনার সঙ্গীতে আমরা মুগ্ধ।

ভীম।। বিশেষত আপনার মৃদঙ্গের বোলে।

যুধিষ্ঠির।। আপনার ধ্রুপদের অর্থ সবিস্তারে শুনতে চাই।

(গায়ক ক্রমান্বয়ে মৃদঙ্গ ও করতালিতে তাল ও লয় রেখে শেষে ডান হাতটি একটি বিশেষ মুদ্রায় প্রসারিত করে গেয়ে ওঠেঃ)

গায়ক।। ধ্রুবপদ রাখি করে......

(যুধিষ্ঠির গায়কের প্রসারিত হাত লক্ষ্য করে কাছে এগিয়ে আসে, বিস্মিত কৌতুহলে চাপা স্বরে জানতে চায়ঃ)

যুধিষ্ঠির।। আপনার এই অঙ্গুরীয়.........?

(গায়ক অর্থপূর্ণভাবে তাকায় যুধিষ্ঠিরের দিকে। যুধিষ্ঠির কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে গায়কের চোখে চোখ রাখে, তারপর সহসা কিছুটা দূরে সরে গিয়ে প্রসঙ্গ

পরিবর্তন করে)

যুধিষ্ঠির।। এখানে আমাদের অখন্ড অবসর। ভাবছিলাম ......আপনার সঙ্গীত আমাদের অবসর বিনোদনের এক উৎকৃষ্ট উপায় হতে পারে। আপনার সঙ্গতে আমরা সঙ্গীত চর্চা করতে পারি।

ভীম।। বিশেষত মৃদঙ্গের প্রতি আমার আকর্ষণ বাল্যকাল থেকে।

যুধিষ্ঠির।। *(হেসে)* এবং তা ছিল কর্নভেদী, মর্মভেদী, আর সবশেষে মৃদঙ্গভেদী।

(অন্যরাও হাসে)

গায়ক।। স্বাভাবিক, যন্ত্র সাধনার প্রথম পর্যায়ে । চর্চা, অধ্যাবসায় ও ধ্যান-জ্ঞান-মননে আসে সিদ্ধি।

যুধিষ্ঠির।। কিন্তু যা না হলে সবই বৃথা ...

গায়ক।। হ্যাঁ, গুরুকৃপা, অবশ্যই।

যুধিষ্ঠির।। *(করজোড়ে)* আপনার কাছে সেই গুরুকৃপা প্রার্থী আমরা ।

(অন্যান্য পান্ডবরা করজোড়ে দাঁড়ায়)

গায়ক।। *(মাথার উপর দুই হাত জোড় করে, তারপর মৃদঙ্গে বোল তুলে)* তথাস্তু!

যুধিষ্ঠির।। তবে আসুন, গুরুপদে বরণ করি অন্দরে।

(যুধিষ্ঠির ভিতরের পথ দেখায়। গায়ক মৃদঙ্গ বাজিয়ে গান করতে করতে ভিতরে যায়। বাকিরা তাকে অনুসরণ করে।)

<u>গান</u>

সত্য গম্ভীর,

সত্য অনুসর,

কর্তব্য কর,

শঙ্কা পরিহর।।

(মৃদঙ্গের তালে তালে অন্ধকার হয়।)

।দ্বিতীয় দৃশ্য।

চর।। *(মঞ্চের সামনে ডান দিক থেকে বাঁ দিকের উইংসের দিকে যেতে যেতে পিছন ফিরে হাতের ইশারায় ও চাপা স্বরে পুরোচনকে ডাকে)* পুরোচন হে, *(চর বাঁ দিকের উইংসের সামনে দাঁড়ায়, যেন একটা দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়েছে। পুরোচন কাছে আসতে চর চাপা স্বরে বলেঃ)* খবর আছে, তাজা খবর!

পুরোচন।। বটে?

চর।। এক ভিক্ষুক এসে গান করল।

পুরোচন।। অনেক ভিক্ষুকই গান গেয়ে ভিক্ষা করে, তাতে কী?

চর।। না, গানটা কেমন যেন অদ্ভুত, শুনলে কেমন যেন বুকের মধ্যে বাজে। আর হ্যাঁ, *(কোমর বন্ধনী থেকে একটা চিরকুট বার করে পড়ে)* গানের মধ্যে "দহনপ্রিয় মোহন গৃহ" কথাটা বলছিল......হ্যাঁ, দুবার বলেছে।

পুরোচন।। বেশ, তাতে কি বুঝলে?

চর।। প্রথমে মনে হয়েছিল, শিবগৃহ - মানে, জতুগৃহের - কথা বলছে না তো? পরে বিশ্লেষণ করে বুঝলাম ওটা একটা তত্ত্ব কথার অংশ।

পুরোচন।। তত্ত্ব কথা? কিরকম?

চর।। আমাদের এই দেহের কথা বলছে। "মোহন গৃহ" আমাদের এই দেহ - প্রাণের আবাস, যেখানে কামনা, বাসনা ইত্যাদি প্রবৃত্তির দহন চলছে প্রতি নিয়ত; জ্বলছে বিদ্বেষের গোপন তুষাগ্নি, আবার কখনও বা প্রজ্জ্বলিত রোষানল। *(পুরন্দর অধৈর্য হয়ে চরকে থামাতে যায়, চর হাতের ইশারায় ধৈর্য ধরতে বলে।)* এ ছাড়াও...... এ ছাড়াও......অগ্নিদেব সতত এই দেহমধ্যে আহার্য বস্তু দহন করে আমাদের প্রিয় কার্য সম্পাদন করছেন, তা ছাড়া......

পুরোচন।। ছাড়ো তো তোমার ওসব বুজরুকি কথা! ও গান আমি শুনেছি, আমাকে অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে না। গানের পর কি হল বল। আর মনে রেখো ওখানেই সংলগ্ন বহির্গৃহে আমার বাস ।

চর।। এই! এইতো রোষানল জ্বালিয়ে ফেললেন! যাই হোক......কথা হচ্ছে......গানের পর

ওরা উৎসাহিতভাবে গায়কের সঙ্গে কথা বলল। ওই সঙ্গীত বিষয়েই। তারপর তাকেই সঙ্গীতগুরু মেনে ভিতরে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর অতিথি সৎকার আর গুরুসেবা একসঙ্গেই হল। এখন সকলে ভিতরে বিশ্রাম নিচ্ছে। গুরু অতিথি শালায়, পান্ডবরা তাদের শয়নকক্ষে।

পুরোচন।। হুম্! *(কিছুক্ষণ চিন্তা করে)* শোনো, বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানার জন্য তোমায় রাখা হয় নি। ভিতরের কথাটা তোমায় জানতে হবে, বুঝেছ?

চর।। আঁজ্ঞে, হ্যাঁ

পুরোচন।। এবার যাও, নিজের কাজটা করার চেষ্টা কর।

(চর হাতের ইঙ্গিতে পুরোচনকে আশ্বস্ত করে বিপরীত দিকে চলে যায়। পুরোচন মঞ্চের পিছনের দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবে, তারপর যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকে চলে যায়। ক্রমশ অন্ধকার হয়।)

তৃতীয় দৃশ্য

(জতুগৃহের আভ্যন্তরীণ কক্ষ, দীপালোকিত। নেপথ্য থেকে শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। কয়েক মুহূর্ত পরে, প্রথমে যুধিষ্টির গায়ককে আপ্যায়ন করে ঘরে নিয়ে আসে, বেদীতে বসতে আহ্বান করে। গায়ক ঘরের চারিদিক নিরীক্ষণ করতে করতে কাঁধের ঝোলাটি পাশে রেখে বেদীতে বসে।

একে একে প্রবেশ করে অর্জুন, নকুল, সহদেব ও শেষে মৃদঙ্গসহ ভীম। পঞ্চপান্ডব বেদীর নীচে মাটিতে বসে।

গায়ক ইঙ্গিতে ভীমের কাছ থেকে মৃদঙ্গটি চায়। ভীম শশব্যস্ত ভাবে উঠে মৃদঙ্গ হস্তান্তর করে।

গায়ক মৃদঙ্গে দুএকটি তালি দিয়ে আওয়াজ পরীক্ষা করে, তারপর পাশের ঝোলা থেকে একটি হাতুড়ি বার করে তা দিয়ে মৃদঙ্গের সুর বাঁধে। বাজিয়ে সন্তুষ্ট হবার পর ইঙ্গিতে দরজা বন্ধ করতে বলে। সহদেব উঠে দরজা বন্ধ করে আসে।)

গায়ক।। *(মৃদঙ্গে বোল তোলে এবং সমস্ত কথোপকথনের মধ্যে তা বজায় রাখে, যাতে কি কথা হচ্ছে তা অন্য কেউ বুঝতে না পারে।)* মহামতি বিদুর আপনাদের

বারণাবত যাত্রার প্রাক্কালে যুধিষ্টিরকে প্রাকৃত ভাষায় কিছু বলেছিলেন। উত্তরে যুধিষ্টির বলেছিলেন "বুঝলাম"।

যুধিষ্ঠির।। *(করজোড়ে)* আপনি যে মহামতি বিদুরের দূত সে সঙ্কেত আমি পেয়েছি আপনার অঙ্গুরীয় থেকে।

গায়ক।। হ্যাঁ, মহামতি বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন, শুধু দূত নয়, একজন বাস্তু ও খনন বিশারদ হিসাবে।

(খনক — এই নামেই গায়ক এরপর থেকে পরিচিত হবে — পাশে রাখা হাতুড়ি নিয়ে উইংসের বাইরে যায়।

বাকি সকলে উঠে দাঁড়িয়ে সে দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে দিকে তাকিয়ে থাকে।

নেপথ্য থেকে মৃদঙ্গের একটিমাত্র তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা যায়।

ডান হাতে কিছু নিয়ে খনক ফিরে আসে।)

খনক।। দেওয়ালের এই খন্ডটি লক্ষ্য করুন। *(সকলে খনকের প্রসারিত হাতে রাখা খন্ডটি দেখে, যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে অর্থপূর্ণ ভাবে তাকায়।*

খনক কয়েক মুহূর্ত বস্তুটির আঘ্রাণ নিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করে, তারপর বেদীতে রাখা ঝোলা থকে চিমটা জাতীয় একটি যন্ত্র বার করে তা দিয়ে খন্ডটি চেপে ধরে দীপের আগুনের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তৎক্ষণাৎ সেটি জ্বলে ওঠে।)

দাহ্য পদার্থ, অতি দাহ্য পদার্থ! গালা... ঘৃতাক্ত তৃণ ......ও... শন...... ধুনা ইত্যাদি উপাদান সহযোগে প্রস্তুত।

(খনক বস্তুটিকে কয়েক মুহূর্ত জ্বলতে দিয়ে, তারপর বেদীতে রাখা ঘট থেকে জল ঢেলে নিভিয়ে দেয়।)

যুধিষ্ঠির।। এরই নাম নাকি শিবগৃহ! এখানে বসবাসের জন্য আপ্যায়ন করে আনার সময় বলেছিল পুরোচন। শিবক্ষেত্র বারণাবতের শিবগৃহ।

খনক।। অশিব, জতুগৃহ। ক্ষমতার লোভে সমস্ত ধর্মবোধ জলাঞ্জলি দিয়ে দুর্যোধন তার আজ্ঞাবহ সচিব পুরোচনের তত্ত্বাবধানে নিপুন বাস্তুকারদের দিয়ে এই জতুগৃহ

নির্মান করিয়েছে, এখানে আপনাদের সুখে স্বাচ্ছ্যন্দে বাস করার সব ব্যবস্থা করেছে। কিছুদিন পর যখন স্বভাবতঃ আপনারা যথেষ্ট নিরাপদ বোধে রাত্রে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত তখনই আকস্মিক অগ্নিকান্ড ঘটবে। এখানে এবং নিকটবর্তী আরও কয়েকটি গৃহে, যাতে বারনাবতবাসী মনে করে এটি একটি দুর্ঘটনা।

যুধিষ্ঠির।। এমনই অনুমান করেছিলাম। *(অন্যান্য পান্ডবরা মাথা নেড়ে সহমত জানায়)* মহামতি বিদুর এই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন, যখন তিনি আমাকে বিদায় সম্ভাষণে বলেছিলেন, *দাবানলের মধ্যেও অরণ্যের বিবরবাসী প্রাণীরা রক্ষা পায়* –এ কথা যে জানে সে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু অরণ্যে যা সম্ভব জ্বলন্ত জতুগৃহে তা সম্ভব নাও হতে পারে। জ্বলন্ত অঙ্গার স্তুপের নীচে আমাদের অগ্নি সমাধি হতে পারে। তাই সারাদিন আমরা মৃগয়াচ্ছলে নানা দিকে ঘুরে পলায়নের সম্ভাব্য পথ খুঁজি, আর রাত্রে পর্যায়ক্রমে একজন করে সতর্ক প্রহরায় থাকি। সব জানা সত্ত্বেও কেন এই জতুগৃহে বাস করতে সম্মত হলাম, কেনই বা এখনই হস্তিনাপুর ফিরে যাচ্ছি না সে প্রশ্ন উঠেছে। মৃত্যু ফাঁদ সম্পর্কে আমরা বিন্দুমাত্র সচেতন এমন কোন ইঙ্গিত ওদের দিতে চাই না, কারণ সেক্ষেত্রে ওরা আমাদের গুপ্ত হত্যার অন্য উপায় অবলম্বন করবে, বিশেষত যখন প্রশাসন, আইন রক্ষক, অমাত্য ও সামন্তবর্গ সবই ওদের আজ্ঞাবহ। এখন আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা। *(যুধিষ্ঠির হাত জোড় করে)* আপনি আমাদের এই মহা বিপদ থকে রক্ষা করুন।

খনক।। *(যুধিষ্ঠিরের করজোড় নিজের দুই হাতে ধরে)* আমার প্রতি আস্থা রাখুন। আপনাদের ধীশক্তি ও কর্মক্ষমতায় আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে। হস্তিনাপুর থকে আমি এক বিশেষ ঢোলক প্রস্তুত করিয়ে এনেছি। এখানে এক পুরবাসীর কাছে গচ্ছিত আছে। কালই সেটি আনাব। ঐ ঢোলকের ভিতর বিভিন্ন খনন ও পরিমাপন যন্ত্র রাখা আছে। কাল সন্ধ্যা থেকে দ্বাররুদ্ধ এই ঘরে আমরা একই সঙ্গে মৃদঙ্গ সহযোগে সঙ্গীত চর্চা ও একটি সুড়ঙ্গ খনন করতে শুরু করব। খনন শব্দ ভেসে যাবে সুরধ্বনিতে। সুড়ঙ্গের শুরু ওই ও দিকে, ঈশানকোণ থেকে,

আর শেষ গঙ্গাতীরে। *(খনক উচ্চগ্রামে মৃদঙ্গ বাজাতে থাকে। মৃদঙ্গের তালে তালে অন্ধকার হয়।)*

চতুর্থ দৃশ্য

(অন্ধকার মঞ্চ থেকে নৃত্যধ্বনি ও তার সঙ্গতসুর—কণ্ঠে ও যন্ত্রে—শোনা যায়। পিছনের উঁচু অংশটি, ডান দিকের কিছুটা ছেড়ে, একটা কাঠিতে বোনা পর্দার আড়ালে। এই অংশে নৃত্যরতা নটীমূর্তি ক্রমশ আলোকিত হয়। তার সামনে, দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় বসে আছে কয়েকজন দর্শক। তাদের অঙ্গভঙ্গি থেকে বোঝা যায় তারা এই নৃত্যগীত যথেষ্ট উপভোগ করছে। এদের মধ্যে দুজন নিজেদের মধ্যে কিছু বলে, তারপর সামান্য ইতস্তত করে উঠে পড়ে। ওরা মঞ্চের ডান দিক দিয়ে ঘুরে পর্দার সামনে নিচু অংশে নেমে আসে। ওদের হাতে সুরাপাত্র। ওদের একজন পুরোচন। কথোপকথনের মাঝ প্রায়ই ওদের মদির দৃষ্টি চলে যায় পর্দার ওপাশে নটীর দিকে।)

পুরোচন।। শোনো, আয়োজন সম্পুর্ণ। *(পানপাত্রে চুমুক দেয়। অপরজনও তাই করে)* কিন্তু......*(আরও জোর দিয়ে)* কিন্তু... আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে। যাতে ওরা নির্বিঘ্ন, নিশ্চিন্ত অবসর বাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

দূত।। কিন্তু, দুর্যোধন যে আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না। তাঁর বক্তব্য, আয়োজন যখন সম্পূর্ণ তখন বিলম্বে বাধা বিপত্তির সম্ভাবনাই বেশী।

পুরোচন।। *(পাত্রে চুমুক দিয়ে)* তাঁকে জানাও, অধৈর্যে নাস্তি কার্যসিদ্ধি। আর হ্যাঁ, যে অর্থ বরাদ্দ চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, এনেছ?

দূত।। হ্যাঁ। *(নিজের পানপাত্র পুরন্দরকে ধরতে দিয়ে, কোমর থেকে লম্বা মুদ্রা থলি বার করে। পুরোচন গচ্ছিত পাত্র ফেরত দিয়ে থলিটি নেয়, তারপর নিজের পাত্রটিও দূতের হাতে দিয়ে দুই হাতে থলিটি কোমরে বাঁধতে যায়।)*

দূত।। আজ্ঞে, আমার প্রাপ্য?

(পুরোচন বিরক্ত ও হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে অনিচ্ছুকভাবে থলি থেকে একটা

মুদ্রা বার করে দূতের দিকে এগিয়ে ধরে।

ইতিমধ্যে দূত গুলিয়ে ফেলেছে কোন পাত্রটি তার, আর কোনটি পুরোচনের। ফলে সে ইতস্ততভাবে একবার এটি পরক্ষনেই ওটি এগিয়ে ধরে। পুরোচনও ধন্দে পড়ে কোনটি নেবে ঠিক করতে না পেরে, হাতের মুদ্রাটি তাড়াতাড়ি দূতের মুখে গুঁজে দিয়ে, দুই হাতে থলিটি নিজের কোমরে বেঁধে নেয়, তারপর দুটি পাত্রই নিজের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে। এরপর সেও দূতের দোলাচল ভঙ্গির পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। দুজনের অঙ্গভঙ্গি পিছনের নৃত্যগীতের সঙ্গে এক উদ্ভট বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। এরই মধ্যে প্রথমে মঞ্চের পিছনের অংশ, তারপর সামনের অংশ ক্রমশ অন্ধকার হয়।)

পঞ্চম দৃশ্য

(হস্তিনাপরের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর। দিন। বেদীর ওপর বসে দর্শকের দিকে দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে আছে ধৃতরাষ্ট্র। দুর্যোধন প্রবেশ করে।)

দুর্যোধন।। আজ্ঞে, ডেকেছিলেন আমাকে? *(দুর্যোধন নতজানু হয়ে বসে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে।)*

ধৃতরাষ্ট্র।। হ্যাঁ। *(দুর্যোধনের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে)* দেখ দুর্যোধন, আজ প্রায় এক বছর পান্ডবরা নির্বাসিতপ্রায়। তোমাদের পিতামহ ভীষ্মদেব, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ, পিতৃতুল্য বিদুর – সকলেই পান্ডবদের এই নির্বাসনে ক্ষুব্ধ। জ্ঞাতিবর্গ ও পৌরগণ প্রায় প্রতিদিন জানতে চায় পান্ডবরা কবে হস্তিনাপুরে ফিরবে, কবে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক হবে। পান্ডু তার রাজত্বকালে সকলেরই অত্যন্ত প্রিয় ছিল, সব বিষয়েই সে আমার সঙ্গে পরামর্শ করে চলত। যুধিষ্ঠিরও তার পিতার মতই গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, ধর্মপরায়ণ, গুণবান্ ......*(দুর্যোধন অধৈর্যভাবে মাথা নাড়ে)* লোকখ্যাত ও পৌরগণের প্রিয়। বিশেষত আমি ইতিমধ্যেই তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেছি। এখন কোন উপায়ে তাকে বঞ্চিত করলে, তা কি আমাদের পক্ষে শুভকর হবে? ভেবে দেখ।

(দুর্যোধন উঠে দাঁড়ায়। একটু দূরে সরে গিয়ে শীতল কৌতুকে ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করে, তারপর একটা কপট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে)

দুর্যোধন।। আজ্ঞে, আমি এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও পরামর্শ করে মনে মনে একটি সিদ্ধান্ত করেছি, এখন আপনার কথায় সেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করলাম।

ধৃতরাষ্ট্র।। *(ব্যাগ্র ভাবে)* কী, কি সিদ্ধান্ত? *(দুর্যোধন নিঃশব্দ কুটিল হাসিতে নিরুত্তর)* বল... দুর্যোধন? *(ধৃতরাষ্ট্র হাত বাড়িয়ে দুর্যোধনকে স্পর্শ করতে চায়।)*

দুর্যোধন।। আজ্ঞে, আজই মন্ত্রী-অমাত্য বর্গকে ডেকে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের আয়োজন করতে বলুন। রাজজ্যোতিষীকে দিনক্ষণ নির্ণয় করতে বলুন।

ধৃতরাষ্ট্র।। *(দুর্যোধনের অপ্রত্যাশিত বক্তব্যের আকস্মিকতায় বিমূঢ়)* না, না, আমি...... *(দুর্যোধনের কথার নিহিতার্থ বোঝার চেষ্টায়)* তুমি কি ব্যাঙ্গার্থে একথা বলছ, দুর্যোধন?

দুর্যোধন।। না, সকলের যা ইচ্ছা, তাকেই সমর্থন করেছি।

ধৃতরাষ্ট্র।। (প্রথম শব্দে জোর দিয়ে) তোমার কি ইচ্ছা? *(দুর্যোধন নিরুত্তর)* বল...... দুর্যোধন?

দুর্যোধন।। আমার ইচ্ছা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

ধৃতরাষ্ট্র।। না, না, তা কেন? আমি বলছিলাম কি, যদি কোন আপস মীমাংসায়.....রাজ্যভাগের মাধ্যমে.....

দুর্যোধন।। খন্ড রাজ্যে আমার কোন অভিলাষ নেই। আপনি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের ঘোষনা করুন। আজই। আমার ভাগ্যের পথ আমি নিজেই করে নেব। *(দুর্যোধন দ্রুত চলে যায়)*

ধৃতরাষ্ট্র।। (শঙ্কিত ভাবে) কী সেই পথ, দুর্যোধন? দুর্যোধন? *(ধৃতরাষ্ট্রের ব্যাকুল শঙ্কিত ডাকের মধ্যে ক্রমশ অন্ধকার হয়।)*

ষষ্ঠ দৃশ্য

(দিন। মঞ্চের সামনের নিচু অংশে, একদিকের উইংসের সামনে অস্থিরভাবে অপেক্ষমান দুর্যোধনের দূত। বিপরীত দিক থেকে তার দিকে এগিয়ে আসে পুরোচন।)

পুরোচন।। হ্যাঁ, বল।

দূত।। শোন। দুর্যোধনের চরম বার্তা। আর দুই দিন সময়। তার মধ্যে না হলে তোমাকেই......*(দূত হাতের ভঙ্গিতে মুন্ডচ্ছেদের ইঙ্গিত করে।)*

পুরোচন।। দুই দিন! *(ভাবে)* বেশ! আজ.....? *(স্বগতভাবে)* আজ, কুন্তী দানব্রত পালন করে সন্ধ্যাবেলা ব্রাহ্মণাদি সকলকে দান-পান-ভোজনে সন্তুষ্ট করবেন। আজ, না আজ নয়। আগামী কাল.....হ্যাঁ, আগামী কাল কৃষ্ণা চতুর্দশী। *(স্থিরনিশ্চয়ভাবে)* দুর্যোধনকে জানাও আগামী কাল রাত্রে কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, ঋণশোধের জন্য যে অর্থ চেয়েছিলাম, এনেছ?

দূত।। প্রাপ্য সব কিছু হস্তিনাপুরে সশরীরে ফিরে গিয়ে বুঝে নেবে। দুর্যোধনের নির্দেশ। মনে রেখো কার্যসিদ্ধির সংবাদ নিয়েই আমি ফিরব। এখন আসি। দেখা হবে। হস্তিনাপুরে। *(দূত বিদায় নেয়। পুরোচন মঞ্চের চারিদিক একবার দেখে নিয়ে কর্তব্য কর্মের চিন্তায় তীক্ষ্ণ মনোনিবেশের চেষ্টা করে এবং সেই ভঙ্গিতে স্থির হয়ে যায়। ক্রমশ অন্ধকার হয়।)*

সপ্তম দৃশ্য

(রাত। কুন্তী ও পঞ্চ পান্ডব করজোড়ে অতিথিদের বিদায় জানাচ্ছে। কুন্তী দাঁড়িয়ে আছে পিছনের দিকে স্বল্পালোকিত অংশে, পঞ্চ পান্ডব সামনের দিকে। অতিথিরা একে একে ডান দিক থেকে প্রবেশ করে কুন্তীকে প্রতিনমস্কার করে, সামনের দিকে এগিয়ে এসে পঞ্চ পান্ডবকে প্রতিনমস্কার করে, সামনের নিচু অংশে নেমে,

বাঁ দিক দিয়ে চলে যায়। এদের মধ্যে প্রথম দৃশ্যের বৃদ্ধ বারণাবতবাসীকে দেখা যায়।

অতিথিদের গমন পথ থেকে সামান্য দূরে, মঞ্চের ভিতরের অন্ধকার অংশে কয়েকজনকে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে এক সঙ্গে জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে নিচুস্বরে কথা বলতে দেখা যায়।

শেষ অতিথি চলে যাবার পর, পান্ডবরা মঞ্চের সামনে দিয়ে ডান দিক দিয়ে চলে যায়।

যে অন্ধকার অংশে কয়েকজন জড়ো হয়ে রয়েছে সেটি ক্রমশ আলোকিত হয়। এদের মধ্যে একজন নিষাদ রমনী, বাকী পাঁচ জন তার ছেলে। তাদের কয়েকজন ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছে। ওদের ভাবভঙ্গী থেকে বোঝা যায় ওরা সকলেই প্রচুর মদ্য পান করেছে।

কুন্তী ওদের দিকে এগিয়ে আসে।)

কুন্তী।। হ্যাঁ গো বাছারা, তোমাদের আর কিছু চাই?

নিষাদ রমনী।। *(দুই হাত তুলে)* আওর কুছু নেহি, কুছু নেহি......য্যয়সা ভোজ..... য্যয়সা ভোজ খিলায়া...

(বাকিদের যে দু একজন এখনও কোনরকমে জেগে বসে নেশার ঘোর উপভোগ করছিল তারা হাত ও মাথা নেড়ে জানায়, আর কিছু চাই না, তারা খুব খুশী। নড়াচড়ায় বেসামাল হয়ে একজন পুঁটলির ওপর ঢলে পড়ে, অন্য জন তাই দেখে সুবিধামত ঢলে পড়ে।)

কুন্তী।। কিন্তু তোমরা ঘরে ফিরবে না?

নিষাদ রমনী।। *(নেশাতুর হেসে)* ঘরমা আদমি নাই ছে......কাঁহা গইয়া......

কুন্তী।। কিন্তু...

নিষাদ রমনী।। অব ক্যায়সে যাঁউ...ইতনি দূর... চিন্তা মত কর্...কাল সুবা... তুঝকো... আওর......তেরি সভি লাড়কে কো ......বহোত বহোত ভালাই......অব শো যা ...যাঃ

(কুন্তী দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে ভিতরে চলে যায়।

নিষাদ রমনী দুলে দুলে স্খলিত গলায় একটি উপজাতীয় ঘুমপাড়ানি লোকগান গাইতে থাকে। গানের সুর ক্ষীণ হয়ে আসে, ক্রমশ অন্ধকার হয়, নিষাদ রমনী ঘুমে ঢুলে পড়ে।

ঘুমন্ত মানুষগুলির নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ ক্রমশ বাড়তে থাকে।

অন্ধকারের মধ্যে মঞ্চের পিছনের ডান দিক দিয়ে হাতে মশাল নিয়ে নিঃশব্দে প্রবেশ করে ভীম, ডান দিক ঘেঁসে সামনের নিচু অংশে নেমে আসে, সন্তর্পণে হেঁটে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাঁ দিক থেকে ঝলকে ঝলকে আগুনের আভা দেখা যায়।

মশাল হাতে ভীম নিঃশব্দে সামনের বাঁ দিক থেকে ছুটতে ছুটতে ডান দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ডান দিক থেকে আগুনের আভা এগিয়ে আসে।

ইতিমধ্যে পিছনের অংশে অন্যান্য পান্ডবরা ও কুন্তী এসে দাঁড়িয়েছে।

ভীম ডান দিক থেকে দ্রুত পিছনের দিকে ছুটে যায়)

কুন্তী।। *(বিহ্বলভাবে)* কিন্তু নিষাদী......

ভীম।। আর সময় নেই, মা...*(বলতে বলতে ভীম কুন্তীকে এক হাতে কাঁধে তুলে নেয়, অন্য হাতে বাকিদের একসঙ্গে জড়ো করে পিছনের বাঁ দিক দিয়ে টেনে নিয়ে যায়।)*

কুন্তী।।......আর তার পঞ্চ পুত্র? ......যুধিষ্ঠির?

(নিষাদ রমনী ও তার পঞ্চ পুত্রের বিভিন্ন কন্ঠের সন্ত্রস্ত চিৎকার শোনা যায়।)

যুধিষ্ঠির।। (উদাস গম্ভীরভাবে) নিয়তি প্রেরিত।

(মঞ্চে আগুনের আলোর দাপাদাপির মধ্যে আলুথালু ভাবে নিষাদ রমনী ও তার পঞ্চ পুত্রকে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে দেখা যায়।

পিছনের পর্দার ওপাশে আগুনের আলোর বিপরীতে দেখা যায় প্রথমে কুন্তীকে

কাঁধে নিয়ে ভীম, তারপর ভীমের হাত ধরে যুধিষ্ঠির, এইভাবে পরপর বাঁদিক থেকে ডান দিকে কোণাকুণি মঞ্চ তলের নিচের দিকে নেমে যায়।

কুন্তীর আর্ত ক্রন্দন স্বর শোনা যায়ঃ)

কুন্তী।। এই কি ধর্ম? ধর্মের পথ?... যুধিষ্ঠির?

(কুন্তীর প্রশ্নের উত্তরে জতুগৃহের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে পড়ার, ফেটে যাওয়ার শব্দ শোনা যায়।

দূর থেকে নানা মানুষের আর্ত রব, ক্রন্দন ধ্বনি, কুকুর, কাকপক্ষি ও গৃহ পালিত পশুর ডাক ভেসে আসে।

মঞ্চে আগুনের রঙ বদল হতে থাকে। তার মধ্যে কোথাও যেন মৃদঙ্গের ধ্বনি শোনা যায়।

আগুনের রঙ ক্রমশ অঙ্গার বর্ণ ধারণ করে, তারপর তা ধীরে ধীরে অন্ধকারে মিশে যায়।)

অষ্টম দৃশ্য

(হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তর। দিন। দুর্যোধন বেদীর ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে, চিবুক মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতের জোড়া বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর রেখে গভীর ভাবে কিছু চিন্তা করছে। একজন কিঙ্কর তার দেহে তৈল মর্দ্দন করছে।

দূর থেকে পাথরের ওপর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দুর্যোধন মাথা তুলে আওয়াজের দিকে কান পেতে শোনে, চকিতে পরিধেয় সামলে উঠে পড়ে, কিঙ্করকে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলে, মঞ্চের সামনে এসে যে দিক থেকে আওয়াজ আসছে সে দিকে তাকিয়ে অস্থির ভাবে অপেক্ষা করে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ থামে। দুর্যোধন অস্থির ভাবে এপাশ ওপাশ হাঁটে, তারপর যার জন্য অপেক্ষা, তাকে দেখতে পেয়ে সে দিকে এগিয়ে যায়। অত্যন্ত ব্যস্ত ভাবে প্রবেশ করে দূত।)

দূত।। *(হাঁফাতে হাঁফাতে)* আজ্ঞে...হয়ে গেছে......গত রাত্রে...

দুর্যোধন।। *(দৃশ্যত উল্লসিত, উত্তেজিত)* হয়ে গেছে...সব......শেষ?

দূত।। হ্যাঁ......এমন কি পুরোচনও...

দুর্যোধন।। *(বিস্মিত)* পুরোচনও? সেকি? *(কিছু ভেবে)* যাক, আরও ভাল। এবার বিস্তারিত বল।

দূত।। হওয়ার কথা ছিল আজ, কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রে। পুরোচন তেমনই বলেছিল। কিন্তু গত রাত্রে শোরগোল শুনে গিয়ে দেখি, শিবগৃহ সম্পুর্ণ জ্বলছে, আশপাশে সঞ্চিত দাহ্য পদার্থ থেকে অগ্নিকান্ড ছড়িয়েছে অন্যান্য কয়েকটি গৃহে...

দুর্যোধন।। *(দূতকে থামিয়ে)* শিবগৃহের কথা বল।

দূত।। কিছুক্ষণের মধ্যেই অঙ্গার স্তূপ। জল দিয়ে পুরবাসীদের আগুন নেভানোর চেষ্টা শুধুই ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। ভোর রাত্রে অতি সাহসী কয়েকজন ভস্মস্তূপ সরিয়ে মোট সাতটি সম্পূর্ণ দগ্ধ দেহ উদ্ধার করে। মূল গৃহ থেকে পঞ্চ পুরুষ ও এক নারী দেহ, আর বহির্গৃহ থেকে এক পুরুষ দেহ।

(দুর্যোধন বাঁ হাতের তালুতে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত ঠুকে জয়সূচক ভঙ্গী করে। তারপর হঠাৎ হাল্কা ভাবে, যেন সংশ্লিষ্ট কোন তুচ্ছ বিষয় মনে পড়েছে, এইভাবে বলেঃ)

দুর্যোধন।। আচ্ছা, বারণাবত বাসীরা কি বলছে?

দূত।। হা হুতাশ করছে...

দুর্যোধন।। শুধুই তাই?

দূত।। প্রকাশ্যে তেমন কিছু বলছে না, কিন্তু চরের পর্যবেক্ষণ - ওরা এটি একটি নিছক দুর্ঘটনাজনিত অগ্নিকান্ড বলে মনে করছে না।

দুর্যোধন।। *(ক্ষিপ্ত স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে, যেন জনতার সামনে ভাষণ দিচ্ছে)* ওদের সন্দেহ দুরভিসন্ধিমূলক। ওদেরই কোন দুষ্কৃতী এই কান্ড ঘটিয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করতে। *(দূত কিছুটা হতবাক হয়ে শোনে। দুর্যোধন নিজের যুক্তির সারবত্তায় আরও উত্তেজিত)* তাছাড়া রাজকর্মচারী সহ রাজ পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের এই হত্যাকান্ড এক গভীর ষড়যন্ত্র, চরম রাষ্ট্র বিরোধী

সন্ত্রাস। এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সেইসঙ্গে অপপ্রচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে হবে। *(সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দূত যে এই ভাষণের উপযুক্ত লক্ষ্য নয় তা বুঝতে পেরে, হঠাৎ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গীতে)* যাই হোক, শোন, তুমি যেহেতু আমার বিশেষ দূত, তুমি সমস্ত বিষয়টিতে নীরব থাকবে। তুমি এ ব্যাপারে কিছুই জান না। বারণাবত থেকে প্রশাসনিক স্তরে সংবাদ আসুক রাজসভায়। তারপর যা প্রতিক্রিয়া দেওয়ার দেব।

নবম দৃশ্য

(জতুগৃহের সামনের রাস্তা। পড়ন্ত বিকাল। বারণাবত বাসী বৃদ্ধ নাগরিক উদাসভঙ্গীতে বসে গভীরভাবে কিছু ভাবছে। কয়েকজন নাগরিক প্রবেশ করে।)

তরুন নাগরিক।। তুমি এখনও এখানে বসে?

বৃদ্ধ।। এরই মধ্যে সব হয়ে গেল?

তৃতীয় নাগরিক।। দাহ কার্যের বিশেষ তো কিছু বাকী ছিল না, অন্তেষ্টি ক্রিয়াকর্মেই যা সময় লেগেছে।

চতুর্থ নাগরিক।। তাও তো ওরা পুরোহিতকে বারবার সব কিছু সংক্ষেপে করতে বলছিল।

বৃদ্ধ।। ওরা বলতে......?

চতুর্থ নাগরিক।। রাজপ্রতিনিধিরা, আবার কারা? দেখলে না এখান থেকেই আমাদের কেমন তাড়া দিচ্ছিল? অথচ আমরাই সব করলাম...দেহ উদ্ধার থেকে শুরু করে...

পঞ্চম নাগরিক।। রাজকীয় সৎকার নাকি হস্তিনাপুরেই হবে, দেহ ভস্ম পৌছানোর পর। *(বৃদ্ধ হাতের ভঙ্গীতে ও মাথা নেড়ে বোঝায়—সে সবে আর কি লাভ? তারপর কিছু মনে পড়ার ভঙ্গীতে বলেঃ)*

বৃদ্ধ।। ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, *(নিচু স্বরে)* এক নিষাদ এসে হাজির......তার পাঁচ ছেলে আর তাদের মা নাকি এখানে এসেছিল......কোথা থেকে শুনেছে......তাদের নাকি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওর কথা শুনে আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল কাল সন্ধ্যায় শিবগৃহ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় যেন কয়েকজন নিষাদকে দেখেছিলাম......এক নিষাদীও ছিল...একসঙ্গে বসেছিল। কিন্তু একথা আমি, কেন জানি না, বলতে পারলাম না ওই নিষাদকে।

তরুন নাগরিক।। দাঁড়াও, দাঁড়াও, *(চারপাশটা সতর্কভাবে দেখে, নীচু স্বরে)* এ তো দেখছি অন্য গল্প হয়ে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ।। *(ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলে)* জানতে চাইল এখানে ঠিক কত জন থাকত, কতগুলি দেহ পাওয়া গেছে। সবই বললাম। কি বুঝল কে জানে। চলে যাচ্ছিল, আবার ফিরে এসে জানতে চাইল পোড়া দেহগুলি কোথায়। বললাম গঙ্গার ঘাটে সৎকারে নিয়ে গেছে। চলে গেল। ওখানে কেউ দেখেছ নাকি?

চতুর্থ নাগরিক।। ও রকম নিষাদ তো এদিকে ওদিকে দেখাই যায়, সে কি আর আমরা লক্ষ্য করেছি? তাছাড়া প্রহরীরা শ্মশানক্ষেত্র ঘিরে রেখেছিল।

বৃদ্ধ।। *(চাপা স্বরে)* এখন প্রশ্ন — কোথায় গেল?

তরুন নাগরিক।। *(চাপা স্বরে)* কে? কারা?

বৃদ্ধ।। *(চাপা স্বরে)* এক মা ও তার পাঁচ ছেলে...

(ক্রমশ অন্ধকার হয়। দূর থেকে মৃদঙ্গের বোল শোনা যায়।)

দশম দৃশ্য

(ক্রমশ আলো হতে দেখা যায় মঞ্চের সামনে একপাশে উঁচু ধাপের কিনারায় বসে এক বৃদ্ধ তার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা এক কিশোরকে গল্প শোনাচ্ছে। বৃদ্ধকে দেখে বোঝা যায় সে আগের দৃশ্যের তরুন নাগরিক।)

কিশোর।। তারপর?

বৃদ্ধ।। তারপর তো সেই নিষাদ তার পাঁচ ছেলে আর তাদের মাকে খুঁজতে খুঁজতে বহু

তালবাদ্য সহযোগে বীণা বাদন শোনা যায়) নিষাদ গিয়ে হাজির হল দ্রুপদের রাজবাড়ীতে। কুন্তীর সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু তার চেহারা আর হাবভাব দেখে সান্ত্রীরা তো তার কোন কথাই শুনতে চায় না, ভিতরে ঢুকতে দেওয়া দূরে থাক। শেষে অনেক অনুনয় বিনয়ের পর, কুন্তীর কাছে খবর গেল। কুন্তী নিষাদকে ডেকে পাঠাল অন্দর মহলের দরজায়।

(সামনের ধাপ থেকে আলো ক্রমশ নিভে গিয়ে পিছনের দিক আলোকিত হয়। ধনুক ও তূণীর কাঁধে এক নিষাদকে সসঙ্কোচে নীচের থকে ওপরের ধাপে উঠতে দেখা যায় –পোড়া কালো দেহে একটি কোমর বস্ত্র ছাড়া আর কিছু নেই, মাথায় রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল। নিষাদের গমন পথের দুপাশে বিভিন্ন ধাপে কয়েকজন ভিখারী ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বসে আছে।

পিছনের দিক থেকে কুন্তী এসে দাঁড়ায়। নিষাদ ততক্ষনে ওপরের ধাপে পৌছে গেছে। নিষাদ কুন্তীকে দেখে হাতজোড় করে। কুন্তী বিস্ফারিত চোখে সন্মোহিতের মত নিষাদের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসে স্থির হয়ে যায়। নিষাদ কুন্তীকে কিছু বোঝায়। কুন্তী নিষাদকে ছাড়িয়ে দূরের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে থাকে, তারপর হঠাৎ মুখে আঁচল দিয়ে উদ্‌গত কান্না চাপা দিয়ে মাথা নীচু করে। নিষাদ হাত বাড়িয়ে যেন সান্তনা দিতে চায়, তারপর মুখ ফিরিয়ে মাথা নীচু করে ক্লান্তভাবে বসে পড়ে –তার দীর্ঘ অনুসন্ধান শেষ।

কুন্তী দ্রুত ভিতরে চলে যায়।

কয়েক মুহূর্ত পরে কুন্তী ফিরে আসে, সঙ্গে পরিচারিকার হাতে ঝুড়িতে নানা দান সামগ্রী। কুন্তী এগিয়ে আসে, তার নির্দেশে পরিচারিকা ঝুড়ি নামিয়ে রাখে নিষাদের কাছে। নিষাদ ঝুড়ির দিকে তাকায়, তারপর সেখান থকে কুন্তীর দিকে। কুন্তী একটি মুদ্রা থলি তার দিকে ধরে। নিষাদ যন্ত্রবৎ দুই হাতে সেটি নিয়ে চোখের সামনে এনে দেখে, তারপর সেটি ছাড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে যায়।

কুন্তী ভিতরে চলে যায়।

বৃদ্ধ কথকের কন্ঠ শোনা যায়।)

কথক কন্ঠ।। ঠিক সেই সময় দ্রুপদ রাজবাড়িতে এলেন মহর্ষি বেদব্যাস........

(বীণা বাদনের সঙ্গে শঙ্খধ্বনি শোনা যায়। পঞ্চ পান্ডব ও কুন্তী শশব্যস্ত হয়ে পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসে। পান্ডবরা উপরের ধাপ থেকে নিচের ধাপে নেমে ডান দিকে চলে যায়। কুন্তী উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে থাকে।) ......তিনি কে জান তো?

কিশোর কন্ঠ।। মহাভারত লিখেছিলেন।

(ব্যাসদেবকে সঙ্গে নিয়ে পান্ডবরা ফিরে আসে, উপরের ধাপে এগিয়ে যায়। সেখানে কুন্তী নতজানু হয়ে ব্যাসদেবকে প্রণাম করে। তারপর সকলে তাঁকে আপ্যায়ন করে ভিতরে নিয়ে যায়। নিষাদ স্বল্পালোকিত অংশ থেকে নির্লিপ্তভাবে এসবই লক্ষ্য করে।

নিষাদমূর্তি ক্রমশ আলোকিত হয়। নিষাদ উঠে দাঁড়ায়, সামনে দু পাশের ভিক্ষুকদের দিকে তাকায়, তারপর ওদের হাতের ইশারায় ডাকে। ওরা নিষাদের কাছে এগিয়ে যায়। নিষাদ ওদের একেক জনকে ঝুড়ি থেকে একেকটি জিনিষ দেয়। ঝুড়ি খালি হয়ে গেলে, হাতের মুদ্রা থলি থেকে সকলকে মুদ্রা বিলিয়ে শেষে থলিটি একজনের হাতে ধরিয়ে, ভাবলেশহীন মুখে সামনের দিকে নেমে আসতে আসতে স্থির হয়ে যায়। যবনিকা পড়ে।)